বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

চট্টগ্রামে এক বছরে বন্ধ হয়েছে ২৮০টি

এম এ কাউসার, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম মহানগরী ও জেলায় গত এক বছরে বন্ধ হয়ে গেছে ২৮০টি প্রাথমিক পর্যায়ের বেসরকারি বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে এনজিও, কিন্ডারগার্টেন, আনন্দ স্কুল (রক্স) ও অন্যান্য স্কুল। একই সঙ্গে গতবারের তুলনায় এবার শিক্ষার্থী কমেছে ৬৯ হাজার ৩৭৫ জন। ফলে এবার বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যবইয়ের চাহিদাও কমেছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৩টি। তবে গতবারের চেয়ে এবার ৯টি আনরেজিস্ট্রার্ড স্কুল বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ১১৮টি কেজি স্কুল রয়েছে। এসব স্কুল করোনা পরবর্তী সময়ে নানা রকম সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

- শিক্ষার্থী কমেছে ৬৯ হাজার ৩৭৫ জন
- করোনা-পরবর্তী নানা সংকট ও প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বন্ধ হয় অনেক স্কুল

এদিকে চট্টগ্রামে এবার প্রাথমিকের নতুন বইয়ের চাহিদা রয়েছে ৪৪ লাখ ১৮ হাজার ১৮৭টি। তবে মঙ্গলবার পর্যন্ত নগরী ও উপজেলার কোথাও প্রাক-প্রাথমিক ও ইংরেজি মাধ্যমের কোনো পাঠ্যবই পৌঁছেনি। পাঁচটি উপজেলায় বাংলা মাধ্যমের পাঠ্যবই এসেছে ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৯১২টি, যা চাহিদার ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। ফলে বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় সূত্র জানায়, ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হয়েছে ৪ হাজার ৩৪৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ২ হাজার ২৬৯টি, পরীক্ষণ ২টি, এনজিও ৬১টি, কেজি (কিন্ডারগার্টেন) ১ হাজার ৬৯০টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ১২১টি, আনরেজিস্ট্রার্ড ১৮টি, আনন্দ স্কুল (রক্স) ৭০টি ও অন্যান্য ১১৫টি। তবে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবই বিতরণের তালিকা থেকে ২৮০টি বিদ্যালয় কমে গেছে।

এবারের তালিকায় সরকারি ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও বাকি সব ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ের পরিমাণে পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে গতবার ৭০টি আনন্দ স্কুল থাকলেও এবার এই স্কুল একটিও নেই। এছাড়া গতবারের তুলনায় এনজিও স্কুল কমেছে ১৭টি, কেজি স্কুল ১১৮টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ১২টি ও অন্যান্য স্কুল কমেছে ৭২টি। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম ও ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠী মিলে শিক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ৫৪ হাজার ৯০৯ জন। এবার তা কমে ■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ৬

চট্টগ্রামে এক বছরে বন্ধ হয়েছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৯ লাখ ৮৫ হাজার ৫৩৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এই হিসাবে চট্টগ্রামে গত এক বছরে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী কমেছে ৬৯ হাজার ৩৭৫ জন।

সূত্র আরও জানায়, ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৫ লাখ ৩৪ হাজার ২৫০টি পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছিল। তবে এবার বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় চাহিদা রয়েছে ৪৪ লাখ ১৮ হাজার ১৮৭টি। এই হিসাবে পাঠ্যবইয়ের চাহিদা কমেছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৩টি।

জানা গেছে, গত ৫ ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রামে বিনামূল্যের পাঠ্যবই আসা শুরু হয়েছে। ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ২১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমের বই এসেছে ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৯১২টি। এর মধ্যে পাহাড়তলীতে বই এসেছে ৯৯ হাজার ৪৩০টি, মীরসরাইতে ৭২ হাজার ৬৫০টি, হাটহাজারীতে ৪৩ হাজার ১২২টি, রাঙ্গুনিয়ায় ৯৭ হাজার ৯৬৫টি ও চন্দনাইশে ৬৩ হাজার ৭৪৫টি।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এসএম আবদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, করোনার কারণে বেসরকারি বেশ কিছু স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া প্রকল্পের সময় শেষ হওয়ায় কিছু এনজিও স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে গত বছরের চেয়ে এবার ২৮০টি বেসরকারি স্কুল ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে।

নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এবার সংগত কারণে বই পেতে দেরি হচ্ছে। নতুন বছরে বই উৎসব না হলেও কিছু বই যেন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া যায় সে চেষ্টা চলছে।